মেহেরপুরে হেরোইনসহ সেই নারী মাদক ব্যবসায়ী মমতাজ আটক

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ সেই মমতাজ বেগম কে আটক করেছে।

রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর পিছনের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মমতাজ কে গ্রেফতার করা হয়। মমতাজ মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার মৃত বাবলার স্ত্রী।

জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি (তদন্ত) আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর পিছনের একটি টিনের ঘরে অভিযান চালায়। এসময় মমতাজকে গ্রেপ্তার করার পর তার ঘর থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। মমতাজের বিরুদ্ধে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

উল্লেখ্য, গত ১জুন মেহেরপুর প্রতিদিনে “হাত বাড়ালেই মরণনেশা” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদে মমতাজে হেরোইন ব্যবসা তথ্য রয়েছে।

নিচের লিংকে পড়ুন সেই সংবাদ
হাত বাড়ালেই মরণনেশা!

গাংনীর বামন্দী থেকে ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দীতে অভিযান চালিয়ে ২১ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা ডিবি পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় ডিবির এসআই হাবিবুর রহমান নেতৃত্বে এএসআই আহসান হাবীব ও এএসআই হেলাল উদ্দীন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটকৃতরা হলেন বামন্দী নিশিপুর ক্যাম্প পাড়ার মোয়াজ্জেম আলীর ছেলে মাসুদ রানা (১৯) ও ছাতিয়ান পশ্চিম পাড়ার মৃত জমির উদ্দীনের ছেলে শামীম রেজা (২৬)।
ডিবির ওসি জুলফিকার আলী জানান, আসামিদের গাংনী থানায় সোপর্দ করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৫ শত গ্রাম গাঁজা সহ মোঃ আসান (৪০) নামের একজন মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানের নির্দেশে পুলিশ গোপন সংবাদের প্রেক্ষিতে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এস আই ইমরান হোসেন পুলিশের একটি টিম চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন হাতি কাটায় অভিযান চালান।

এসময় রাশিদুলের ফলের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মোঃ আসান(৪০) কে হাতেনাতে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করে। আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় বেশ কয়েকটি মাদকের মামলা আছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে আরো একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরাম গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ আমিনুল ইসলাম(২৯) ও মোমিন (৩৫) নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ডিবির এসআই হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে এএসআই আহসান হাবীব ও এএসঅঅই ইব্রাহীম বিশ্বাস অংশ নেন।

আটক আমিনুল ইসলাম সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের আবু বক্করের এবং মোমিন গোভিপুর গ্রামের মৃত নুর মোহাম্মদের ছেলে।

ডিবির ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হরিরামপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ তাদের আটক করা হয়। আটকের পর তাদের ডিবি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মামলা দিয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আরো তিনটি মাদকের মামলার বিচারাধন রয়েছে।

গাংনীতে আওয়ামী লীগের দু’গ্রুপে সংঘর্ষের ঘটনায় একজন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি গ্রামে আওয়ামীলীগের দু’গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়াহর হামলা ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি দুটি মামলা হয়েছে। পুলিশ ইতোমধ্যে ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি সাহারবাটি বাজার কমিটির সভাপতি আতাউর রহমান টোকনকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানায়, গত ২৪ এপ্রিল সকালে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ সহ-

সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল ও নৌকা মনোনীত বর্তমান চেয়ারম্যান গোলাম ফারুকের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এসময় পাঁচটি বোমার বিষ্ফোরণ ঘটে। আহত হয় উভয় পক্ষের চারজন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষ পাল্টা পাল্টি দুটি মামলা দায়ের করেন। চেয়ারম্যান গ্রুপের পক্ষে মাবিয়া মলদারের ছেলে হাফিজুর রহমান বাদী হয়ে ২৬ জনকে আসামী করে একটি মামলা করেন । মামলা নং-২১/২০২১। অপরদিকে গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে রাকিবুল ইসলাম টুটুল বাদী হয়ে ২৭ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন । যার মামলা নং ২২/২০২১। মামলাটি দুটি তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এসআই আব্দুর রাজ্জাক ও এসআই গোলাম মোস্তফাকে।

রাকিবুল ইসলাম টুটুলের দায়েরকৃত মামলার এক আসামী সাহারবাটি গ্রামের মৃত আজাহার আলীর ছেলে ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি এবং সাহারবাটি বাজার কমিটির সভাপতি আতাউর রহমান টোকনকে রবিবার সকালে চারাচারা বাজার থেকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, উভয় পক্ষ মামলা করেছে। আমরা আসামীদেরকে গ্রেপ্তারে জোর চেষ্টা করছি। সাহারবাটিতে আর কোন ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য পুলিশি টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখ্যঃ সাহারবাটি গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষে ফিল্মি স্টাইলে পুলিশের উপস্থিতিতে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ও ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম টুটুল পক্ষের মধ্যে গতকাল শনিবার সকাল নয়টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষে চার জন আহত হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৭ নারী কর্মীসহ জামায়াতের ৮জন আটক

গোপন বৈঠক চলাকালে মেহেরপুর পৌর জামায়াতের রোকন সদস্য মনিরুজ্জামান (৫৯)সহ ৮ নারী কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর পৌর শহরের মারকাজ মসজিদের সামনে জামায়াতের রোকন মনিরুজ্জামানের বাড়িতে থেকে গোপন বৈঠকের সময় তাঁদের আটক করে পুলিশ।

আটক অন্যরা হলেন মনিরুজ্জামান এর স্ত্রী রাবেয়া বেগম (৫৫), মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গার্লস স্কুল পাড়ার রফিকুল আলমের মেয়ে ছাবিয়া সুলতানা (১৫), মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের ইয়ামিনের মেয়ে সুরাইয়া খাতুন (১৬), গৌরীনগর উত্তরপাড়ার আব্দুর রাজ্জাকের মেয়ে জাকিয়া সুলতানা (২৮) গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের ছামিউল ইসলামের মেয়ে ফাতেমা খাতুন (১৭), গাড়াডোব গ্রামের আশরাফুল ইসলামের মেয়ে রিক্তা খাতুন (১৭), চুয়াডাঙ্গা হাজরাহাটি গ্রামের সাখাওয়াত হোসেনের মেয়ে আইশা হুমাইরা (২২)।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) ফয়সাল আহম্মেদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহ করে মেহেরপুর শহরের একটি বাড়িতে সরকারবিরোধী চক্রান্তের গোপন বৈঠক চলছে। এমন খবরের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে রোকনের স্ত্রী বাড়ির ভেতরের গোপন রাস্তা দিয়ে কয়েকজনকে বের হয়ে যেতে সহযোগিতা করে। পরে ঐ বাড়ি তল্লাশি করে বিপুল পরিমান জামাতি মতাদর্শের বই উদ্ধারসহ তাদের আটক করা হয়। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মেহেরপুর সদর থানায় নেওয়া হবে। বিকালে তাদের আদালতে তোলা হবে।

আলমডাঙ্গায় স্কুল ছাত্রীকে শ্লীনতাহানির অভিযোগ, আটক-১

আলমডাঙ্গায় ২শত টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর স্কুল ছাত্রীকে জোরপূর্বক ভুট্টা ক্ষেতে নিয়ে শ্লীনতাহানি চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।
গতকাল সোমবার দুপুর ১ টার দিকে ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নান্দবার গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
শ্লীনতাহানি চেষ্টার অভিযোগে খাইরুল (৪৫) নামের একজনকে আটক করে

পুলিশ। এ ঘটনায় স্কুল ছাত্রীর মা বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেছে।
জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নান্দবার গ্রামের তৃতীয় শ্রেণীর স্কুল ছাত্রী দুপুরে মাঠে ছাগলের জন্য ঘাস কাটতে যায়।
এ সময় স্কুল ছাত্রীকে মাঠে একা পেয়ে নান্দবার গ্রামের মৃত নফল মন্ডলের ছেলে খাইরুল সুযোগ বুঝে কুপ্রস্তাব দেয়।
সে তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় স্কুল ছাত্রীকে জোরপূর্বক ২শত টাকা দিয়ে ভুট্টা ক্ষেতে অনৈতিক কাজের জন্য টেনে নিয়ে যায়। স্কুল ছাত্রীর চিৎকারে মাঠের উপস্থিতি লোকজন ছুটে আসে।
লম্পট খাইরুল মাঠ দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। স্কুল ছাত্রীর স্বীকারোক্তিতে এলাকাবাসী খাইরুলকে আটক করে। পরে, সাধারণ লোকজন গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
গতকাল সোমবার রাত ৯ টার দিকে স্কুল ছাত্রীর মা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন।
এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমঙ্গীর কবির বলেন, স্কুল ছাত্রীর সাথে শ্লীনতাহানির অভিযোগে খাইরুল নামের এক ব্যাক্তিকে আটক করা হয়েছে। রাতেই স্কুল ছাত্রীর মা বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেছে।

আলমডাঙ্গায় স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন, স্বামী পলাতক

আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে পালানোর অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) ভোরে শোবার ঘরের মেঝেতে মা রূপালী খাতুনের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে তার সন্তানেরা। পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান জানান, লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে মৃতের গলায় টিপে ধরার দাঁগ দেখা গেছে। তবে ময়না তদন্ত

রিপোর্ট এলে পরিস্কার বলা যাবে এটা হত্যা কি না।

জানা গেছে, প্রায় ১৮ বছর আগে পার্শ্ববর্তী মিরপুর উপজেলার মালিহাদ গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে রূপালী খাতুনের সাথে আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামের রুপাঞ্জেলের ছেলে আসাদুলের বিয়ে হয়। তাদের সংসারে তিনটি ছেলে সন্তান রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে রূপালীর মেজ ছেলে নয়ন ঘুম থেকে উঠে দেখে তার মায়ের নিথর দেহ ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, স্বামী আসাদুল রাতের কোন এক সময় স্ত্রী রূপালী খাতুনকে গলা টিপে হত্যা করে সে পালিয়ে যায়। রূপালীর মৃত্যুর ঘটনায় সকাল থেকেই বাড়িতে লোকজনের ভীড় শুরু হলেও আসাদুলের কোন দেখা পাওয়া যায়নি।

রূপালীর পিতা রবিউল ইসলাম জানান, গত পরশু আসাদুল মালিহাদে তার বাড়িতে গিয়ে গরুর বিচুলী কেনার জন্য কিছু টাকা দাবি করে আসে। পরদিন তিনি রূপালীর বড় ছেলে হৃদয়কে দিয়ে ২ হাজার টাকা পাঠান। তারপর দিন বৃহস্পতিবার সকালে মেয়ের মৃত্যুর খবর পাই।

তিনি বলেন, আমার মেয়েকে হত্যা করে পালিয়েছে আসাদুল। আমি এই হত্যার বিচার চাই।

প্রতিবেশীরা জানায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানা কারনে কলহ ছিল। ঝগড়া-ঝাটিও হত। কিন্ত এই কলহ হত্যা করার মত ছিল না। তারপরও কিভাবে এবং কিসের কারনে রূপালী মারা গেলেন তা আসাদুল ছাড়া কেউ বলতে পারবে না।

প্রতিবেশীরা মনে করেন, আসাদুলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই কেবল প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। পুলিশ সূত্র থেকে জানা যায়, প্রকৃত ঘটনা জানতে আসাদুলকে আটকের চেষ্টা চলছে।

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা মোটর

চোরচক্রের আরেক সদস্য রফিকুল আটক

আলমডাঙ্গার চাঞ্চল্যকর আন্তজেলা শ্যালোমেশিনের মোটর চোরচক্রের আরেক সক্রিয় সদস্য রফিকুলকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার দিনগত রাতে বড় বোয়ালিয়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক রফিকুল ইসলাম আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বড় বোয়ালিয়া গ্রামের ফটিক মন্ডলের ছেলে। রফিকুল আন্তজেলা মোটর চোরচক্রের একজন সক্রিয় সদস্য।

মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা থানার এসআই সিদ্ধার্থ জানান, হারদী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের মাঠ থেকে হঠাৎ করে শ্যালোমেশিনের মোটর চুরির হিড়িক পড়ে যায়। কেশবপুরের মাঠ থেকে ৬ টি মোটর চুরির সময় আন্তজেলা চোরচক্রের দুইজনকে আটক করা হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে রফিকুলের জড়িত থাকার কথা জানা যায়।

জানা গেছে, গত ৩০ জুন রাতে কেশবপুর মাঠ থেকে ৬ টি মোটর চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসী দুইজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

আটক দুইজন হল কুষ্টিয়ার খোকসার আব্দুল মান্নানের ছেলে ইমরুল ও কুষ্টিয়ার আল্লাহর দরগার তাজপুরের হায়াত আলীর ছেলে সেলিম। পুলিশ এই দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে স্থানীয় চোরও মোটর চুরির সাথে জড়িত রয়েছে।

দামুড়হুদায় দুই রোহিঙ্গা নারী ও দালাল সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে

আটক করেছে পুলিশ

ভারতে পাচারের সময় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় দুই রোহিঙ্গা নারী ও দালাল সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি বাজার থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন- কুতুপালং ৬ নম্বর ক্যাম্পের মাঝি (ক্যাম্পের প্রধান) আমির হোসেনের মেয়ে জুবাইরা খাতুন (২০), বালুখালি ২৬ নম্বর ক্যাম্পের ইসমাইল হোসেনের মেয়ে আনোয়ারা খাতুন (১৮), বরিশাল জেলার বাগদা গ্রামের ফজর আলীর ছেলে জাকির হোসেন (৪২) ও নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে নাফিজ সাদিক (২৫)।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) জাহাঙ্গীর কবির জানান, দুই রোহিঙ্গা যুবতীকে ভারতে পাচার করা হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদার ডুগডুগি বাজারে অভিযান চালায় পুলিশ।

সেখানে একটি ইজিবাইকের মধ্যে থাকা ওই দুই রোহিঙ্গা যুবতী ও দুই দালালকে আটক করা হয়। দামুড়হুদা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ওই দুই যুবতীকে ভারতে পাচার করার জন্য তাদের আনা হয়েছে বলে ধারণা পুলিশের।

ওসি (তদন্ত) আরো জানান, আটককৃতদের থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/আরপি